Hans-Jörg Ronsdorf

ক্রুশের সঙ্গে
আমাদের সম্পর্ক কী

সহজ।
স্পষ্ট।



যীশুকে কেন মরতে হলো?

যীশুকে কেন মরতে হলো?

ক্রুশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী

Hans-Jörg Ronsdorf

১ম সংস্করণ (জার্মান সংস্করণ), অক্টোবর ২০২৬, Sulzberg
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ নকশা: Christine Ronsdorf
(জার্মান সংস্করণে) বাইবেলের বাক্য স্বাধীনভাবে উদ্ধৃত; বাংলা উদ্ধৃতি: পবিত্র বাইবেল (O.V.)
অর্ডার, প্রশ্ন, যোগাযোগ: hj-ronsdorf@t-online.de

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট **আমাদের নিমিত্ত** প্রাণ দিলেন।

রোমীয় ৫:৮

এই ছোট বইটি একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর খোঁজে: দুই হাজার বছর আগে একজন মানুষের মৃত্যু আজ আমাকে কেন সাহায্য করবে? বইটি এমন পাঠকদের জন্য লেখা, গির্জার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক সামান্য। ধাপে ধাপে, সহজ কথায়।

সূচিপত্র

১ একটি সহজ প্রশ্ন ৬
২ আমাদের মধ্যে কী ঠিক নেই ৮
৩ ঈশ্বর আসলে কেমন ১১
৪ রক্ত কেন? ১৪
৫ যীশু নিজে যা বলেছিলেন ১৬
৬ তিনটি কঠিন বাক্য ১৮
৭ তাঁর মৃত্যু কীভাবে আমাদের উদ্ধার করে ২১
৮ ইস্টার কেন এর অংশ ২৫
৯ সুখবর ২৭

১ একটি সহজ প্রশ্ন

দুই হাজার বছর আগে একজন মানুষকে হত্যা করা হলো। শহরের বাইরে, নগরপ্রাচীরের সামনে। একটি কাঠের খুঁটিতে, একটি কাঠের ক্রুশে। কৌতূহলী দর্শকদের সামনে, যারা হিংসা দেখে দেখে অভ্যস্ত ছিল। তখন এভাবে অনেকেই মারা যেত। রোমানরা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল, অনেককে ক্রুশে দিয়েছিল। অর্থহীন মৃত্যু।

এই একজন মানুষ সম্পর্কে খ্রীষ্টানরা আজও একটি অদ্ভুত বাক্য বলেন। তিনি নাকি আমাদের জন্য মারা গেছেন। এর মানে কী: আমাদের জন্য? এই একটি মৃত্যুতে আলাদা কী আছে?

এমন মানুষ ছিল এবং আছে, যারা অন্যদের জন্য মারা যায়। যখন কেবল এভাবেই তারা অন্যদের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে। অন্যদের জন্য নিজেকে দিয়ে দেওয়ার চেয়ে বড় কিছু কেউ করতে পারে না। যেন তারা বাঁচতে পারে।

আগে, যখন টিকা ছিল না, তখন ডিফথেরিয়ায় শিশুরা দম আটকে মারা যেত। একটি আঠালো আস্তরণ ধীরে ধীরে তাদের গলা বুজিয়ে দিত। কখনো কখনো একটিমাত্র উপায়ই কাজে আসত। ডাক্তার একটি সরু নল ঢুকিয়ে নিজের মুখ দিয়ে সেই আস্তরণ চুষে বের করে আনত। শিশুটি আবার শ্বাস নিতে পারত। কিন্তু রোগটি তখন ডাক্তারের নিজের ভেতরে। কেউ কেউ এতে মারা গেছে।

ডাক্তার শুধু সাহায্যই করেনি। যা শিশুটিকে মেরে ফেলছিল, তা সে নিজের ভেতরে নিয়ে নিয়েছিল। রোগটি শিশুর ভেতর থেকে বেরিয়ে ডাক্তারের ভেতরে ঢুকে গেল।

ঠিক এখানেই প্রশ্নটি শুরু হয়। যীশু যদি আমাদের জন্য মারা গিয়ে থাকেন: তবে তিনি আমাদের কী থেকে উদ্ধার করলেন? এই ছবিটি যদি আমাদের ক্ষেত্রে খাটাই, তবে রোগটি কী ছিল, আর কোথায় ছিল?

বেশিরভাগ মানুষ কোনো রোগই টের পায় না। তারা বাঁচে, কাজ করে, ভালোবাসে, যথাসাধ্য চেষ্টা করে। রোগ? কোথায়? আর যদি থেকেও থাকে, তবে দুই হাজার বছর আগের একজন মানুষের মৃত্যু কেন তা সারাবে? একজন মানুষ যিরূশালেমে মারা গেলেন। আমি থাকি এখানে।

তাঁর ক্রুশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এটি কোনো সরল-মনের প্রশ্ন নয়। খ্রীষ্টধর্মকে যত প্রশ্ন করা যায়, সেগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ছোট বইয়ে আমি শুধু এটুকুই করতে চাই: এই একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা। ধাপে ধাপে। প্রথমে: আমরা কিসে ভুগছি? তারপর: যিনি তা আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেন, তিনি কে? তারপর: তাঁর কী হয়? আর শেষে: তা কীভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছায়?

প্রথম দিকের খ্রীষ্টানদের একজন একবার কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, যীশু আমাদের দোষ নিজের দেহে বহন করেছেন, সেখানে কাঠের উপরে, ক্রুশে। আর তাঁর ক্ষতের দ্বারা আমরা আরোগ্য পেয়েছি।[1]

এই বাক্য থেকে তিনটি শব্দ মনে রাখুন:

বহন। দেহ। আরোগ্য।

এগুলো নিয়ে আমাদের কিছুটা ভাবতে হবে।

1. ১ পিতর ২:২৪

২ আমাদের মধ্যে কী ঠিক নেই

আমি ঈশ্বরকে দিয়ে শুরু করছি না।

কথা আমাদের নিয়ে।

আমাদের কেউই বেছে নিতে পারিনি, কে আমাদের জন্ম দিল আর আমরা কোথায় জন্মালাম। জীবন আমাদের কোন পরিস্থিতির মধ্যে ছুড়ে দিল, তা আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল না। আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তাও বেশিরভাগ সময় আমরা ঠিক করিনি।

এখন আর ১ম অধ্যায়ের শিশুটির মতো কোনো শারীরিক রোগের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে এমন এক রোগের, যা ধরা-ছোঁয়া যায় না, আর তা কেমন অনুভূত হয়: শূন্যতা, অর্থহীনতা, অপরাধবোধ, ভগ্নদশা, উপায়হীনতা, বন্দিদশা, আশাহীনতা। এসব কেউই টের পেতে চায় না। যে সৎভাবে একটু থেমে দাঁড়ায়, সে হয়তো এমন বা এর কাছাকাছি অনুভূতি টের পাবে।

প্রায়ই সেগুলো আসে কোনো নীরব মুহূর্তে। রাতে, যখন আপনার ঘুম আসে না। কোনো কবরের পাশে। কিংবা যখন কোনো মানুষ আপনার সঙ্গে আর কথা বলে না। তখন এমন কিছু থাকে, যা আপনি সরিয়ে রাখতে পারেন না।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন কিছু আছে, যা সে আর শুধরে নিতে পারে না। একটি কথা, যা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। একটি দরজা, যা সজোরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একজন মানুষ, যে আপনাদের মিটমাট হওয়ার আগেই মারা গেছে। একটি প্রতারণা, যা কেউ টের পায়নি, কিন্তু আপনি নিজে কখনো ভোলেন না।

আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। আপনি ভুলটা বুঝতে পারেন। ক্ষমা চাইতে পারেন। যেখানে সম্ভব, ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন। প্রতিজ্ঞা করতে পারেন, আর কখনো এমন করবেন না।

বোঝাটা আসে বড্ড দেরিতে। ক্ষমা চাওয়া অন্যজনের কাছে আর পৌঁছায় না। ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না, কারণ তার জন্য টাকা নেই। কিংবা কারণ তা একেবারেই সম্ভব নয়। আর প্রতিজ্ঞা টেকে কেবল পরের বার পর্যন্ত।

আর সবকিছু সফল হলেও কিছু একটা থেকে যেত। ঘটনাটি ঘটে গেছে। তা জগতে রয়ে গেছে। কোনো ক্ষতিপূরণ যা ঘটেছে তা না-ঘটা করে দিতে পারে না।

এ পর্যন্ত আমরা কেবল আমাদের মানুষদের দিকেই তাকিয়েছি। ঈশ্বর যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তা হন, তবে? জগৎ আমরা সৃষ্টি করিনি। প্রকৃতির নিয়মও নয়। দোষের সঙ্গে আমরা কীভাবে বোঝাপড়া করতে পারি বা কীভাবে সত্যিই তা থেকে মুক্ত হতে পারি – সেই নিয়ম বা শর্তও আমরা তৈরি করিনি।

এটি ঈশ্বরের জগৎ, যার মধ্যে আমরা জন্মেছি। আমরা যতই মনে করি না কেন: নিয়ম আমরা ঠিক করি না।

উপরে যা কিছু বললাম, তার সবকিছুকে আমরা এক প্রাণঘাতী রোগের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বাইবেলে এর জন্য একটি ছোট শব্দ আছে: পাপ।

"পাপ" শব্দটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। অনেকে এতে শুধু নীতিকথার উপদেশ আর উঁচিয়ে ধরা আঙুল শোনে। অথচ এর অর্থ জীবনের খুব কাছের একটি বিষয়। বাইবেল যে শব্দটি ব্যবহার করে, তার আক্ষরিক অর্থ: লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া। যেমন একটি তীর, যা লক্ষ্যে না লেগে পাশ দিয়ে চলে যায়।

তাহলে পাপের মানে: আমার যা হওয়ার কথা ছিল, আমি তা নই। আর যা হওয়ার কথা ছিল না, আমি তা করেছি। দুটি একসঙ্গে জড়িত। এর মানে কাজগুলো। সেগুলো গোনা যায়। আর এর মানে আমাদের সত্তার এমন একটি অংশ, যেখান থেকে এই কাজগুলো আসে। সেটি গোনা যায় না। কিন্তু সবাই তা চেনে। আপনি একটা কিছু করবেন বলে ঠিক করেন, তারপর করে ফেলেন অন্যটা। যেন এক শক্তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে। ভেতর থেকে, আর বাইরে থেকেও।

এবার এমন একটি বাক্য আসছে, যা শুনতে কঠিন। এটি সবার জন্য প্রযোজ্য। আমার জন্যও।

বাইবেল এভাবে বলে: "সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে"।[2] অর্থাৎ: ঈশ্বর শুরুতে মানুষকে যা করে গড়েছিলেন, কেউই তা নয়, তা হয়েও ওঠে না।

আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায়। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো একদিন না একদিন থামে। তার চেয়ে ভালো একটু থেমে সৎ হওয়া: বন্দিদশা, শূন্যতা, অর্থহীনতা, দোষ, একাকীত্ব, ভগ্নদশা, হিংসা, অপরাধ – এসব কি আছে? এগুলো জ্বরের মতো। কিন্তু জ্বর নিজে রোগ নয়। জ্বর দেখায় যে, একটি রোগ আছে, কিছু একটা ঠিক নেই।

এর পেছনে রয়েছে রোগটি। তা সরব নয়। তা নিঃশব্দে কাজ করে। আর এমন কোনো ধাপ নেই, যেখানে পৌঁছে আপনি তা থেকে রেহাই পাবেন। কারণ দোষ শুধু অন্যদের মধ্যে বা আমার বাইরে নয়। তা আমার ভেতরে বসে আছে। আমার জীবনে, আমার ইতিহাসে, আমি যা, তার মধ্যে।

একজন দার্শনিক একবার আমাদের বিবেককে একটি আদালতকক্ষ বলেছিলেন। সেখানে তিনটি কণ্ঠ আছে: একজন অভিযোগকারী, একজন পক্ষসমর্থক উকিল আর একজন বিচারক। তিনজনই আমাদের ভেতরে কথা বলে। অভিযোগকারী গুনে গুনে বলে, আমরা কী করেছি। উকিল অজুহাত খোঁজে। আর বিচারক এমন এক রায় দেয়, যা আমরা এড়াতে পারি না। এই আদালতকক্ষ কাউকে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হয় না। আমরা তা সঙ্গে নিয়েই ঘুরে বেড়াই।

2. রোমীয় ৩:২৩

তাই নিছক একটি কথা যথেষ্ট নয়। কেউ যদি আমাকে বলে: “থাক, ভুলে যাও”, তবে তা সদয় কথা। কিন্তু তা আমাকে অন্য মানুষ বানিয়ে দেয় না। আর যা ঘটেছে তা না-ঘটা করে দেয় না। কোনো ডাক্তার একটি শিশুকে শুধু এই বলে সারিয়ে তোলে না: “এটা তেমন খারাপ কিছু নয়।”

তাহলে আমাদের দুটি জিনিস দরকার। আমাদের যেন ক্ষমা করা হয়। আর আমাদের ভেতরে যা বসে আছে, তা যেন বেরিয়ে আসে ও তার অবসান ঘটে। একটি ছাড়া অন্যটি কাজে আসে না।

৩ ঈশ্বর আসলে কেমন

ঈশ্বর ছাড়া আমরা এই অবস্থা থেকে বেরোতে পারি না। ঈশ্বর ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। আমরা তা বিশ্বাস করি বা না করি।

শুরুতেই একটি ভুল বোঝাবুঝির কথা।

প্রায় সবার মাথায় ঈশ্বরের একটি ছবি আছে। যারা বিশ্বাস করে না, তাদেরও। প্রায়ই তা এক কড়া পাহারাদারের ছবি। এমন একজন, যিনি সবকিছু দেখেন আর কিছুই ভোলেন না। কেউ কেউ ছোটবেলায় এভাবে শিখেছে: "দয়াময় ঈশ্বর সব দেখেন।" তা সান্ত্বনার মতো শোনাত না। শোনাত সাবধান থাকার মতো।

এই ছবি যীশুর ক্রুশের উপর খাটালে তা এমন শোনায়: ঈশ্বর শাস্তি চান। যীশু মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যেন শাস্তি আমাদের উপর নয়, তাঁর উপর পড়ে। পুত্র ক্রুদ্ধ পিতাকে শান্ত করলেন।

অনেকে এভাবেই শুনেছে, গির্জাতেও। কেউ কেউ এই কারণে চলে গেছে। কে এমন ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে চাইবে, সদয় হওয়ার আগে যাঁকে রক্ত দেখতেই হয়?

এর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। আমরা যা করি, ঈশ্বর তা দেখেন। আর তিনি কিছুই এমনি এমনি মুছে ফেলেন না। কিন্তু বাকিটা ঠিক নয়। এই ছবি দিয়ে যে শুরু করে, শেষে সবকিছুই ভুল বোঝে। এই ছবি একটি বিকৃত ছবি। অন্তত একটি খণ্ডিত ছবি।

ঈশ্বর যদি একেবারে অন্যরকম হন, তবে? আসুন, দেখি বাইবেলে প্রথম পদক্ষেপ কে নেয়। কখনো মানুষ নয়। সবসময় ঈশ্বর। আদম লুকিয়ে পড়ার পর ঈশ্বর বাগানে তাঁকে খোঁজেন। তিনি অব্রাহামকে ডাকেন। নিজের প্রজাদের একটিমাত্র আজ্ঞা দেওয়ারও আগে তিনি তাদের মিসরের দাসত্ব থেকে বের করে আনেন। আর শেষে তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠান।

বাইবেলের সবচেয়ে পরিচিত বাক্যগুলোর একটি এভাবে বলে: "ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন"।[3]

পুত্র পিতার কাছ থেকে জোর করে প্রেম আদায় করেননি। পিতা পুত্রকে দান করলেন, কারণ তিনি ভালোবাসতেন। ঠিক যেমন ১ম অধ্যায়ের ডাক্তার এসেছিল, কারণ সে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কেউ তাকে রাজি করিয়েছিল বলে নয়।

তাহলে আমরা অন্যদের প্রতি – আর এভাবে তাঁর প্রতিও – যা করেছি, ঈশ্বর সেটিকে কীভাবে সামলান? আবার আমাদের দিয়েই শুরু করি। কল্পনা করুন, কেউ আপনাকে আঘাত করেছে।

3. যোহন ৩:১৬

গুরুতরভাবে। আপনার সামনে দুটি পথ। আপনি এর প্রতিশোধ নিতে পারেন। অথবা ক্ষমা করতে পারেন।

ক্ষমা করা মানে কী? এর মানে এই নয় যে, আঘাতটি চলে গেছে। এর মানে, ক্ষতিটি অন্যজনকে ফিরিয়ে না দিয়ে আপনি নিজেই তা বহন করেন। যে ক্ষমা করে, সে-ই মূল্য দেয়। সবসময়। এটাই ক্ষমার মূল্য। আর সেই মূল্য দোষী দেয় না, দেয় সে, যে ক্ষমা করে।

মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞতা এমনই। আর ঈশ্বরের ক্ষেত্রে? বাইবেলের প্রথম অংশ পুরাতন নিয়মে তিনি তাঁর প্রজাদের বলেন:

তোমার পাপ দ্বারা আমাকে দাস্যকর্ম্ম করাইয়াছ। আমি, আমিই আমার নিজের অনুরোধে তোমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা করি।[4]

দুটি কথা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। পাপ ঈশ্বরকে কষ্ট দেয়। তিনি তা বহন করেন। আর তিনি তা মুছে ফেলেন। আমরা এর যোগ্য বলে নয়। বরং তিনি এমনই বলে। এমন বিচারক নন, যিনি কোনো ভুলের জন্য ওত পেতে থাকেন। বরং তিনি সেই জন, যিনি বোঝাটি আগে থেকেই বহন করেন – আমরা টের পাওয়ার অনেক আগেই যে, আমরা তা তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু এটি কেবল অর্ধেক। ঈশ্বর এমন ভান করেন না, যেন কিছুই হয়নি। যে ঈশ্বর সবকিছু উপেক্ষা করে যেতেন, তিনি ভালো ঈশ্বর হতেন না। তিনি হতেন উদাসীন। কোনো শিশুর প্রতি অন্যায় হলে আমরা আশা করি, কেউ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে। ঈশ্বর একে গুরুত্ব দেন। সবকিছুকে। আমার করা অন্যায়কে ঠিক ততটাই গুরুত্ব দেন, যতটা আমার প্রতি করা অন্যায়কে।

প্রশ্ন হলো, পাপ বহন ও সহ্য করার মধ্যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, পক্ষপাতহীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। তিনি কি সবকিছুকে – অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ – ন্যায়ের সঙ্গে ঠিক করে দেবেন? তা সকলকে ও প্রত্যেককে স্পর্শ করবে। আমাদের ব্যর্থতার – আমাদের পাপের – দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে, তা কি কখনো পূরণ করা যাবে? এক অকল্পনীয় বিষয়, যা সম্ভবত কেবল এক অকল্পনীয় অলৌকিক কাজের দ্বারাই ঘটতে পারে।[5]

এ সবকিছু মিলে আমাদের ক্রুশের কাছে নিয়ে যায়। যে ঈশ্বর কেবল কঠোর, তাঁর ক্রুশের প্রয়োজন হতো না। তিনি সোজাসুজি শাস্তি দিতে ও প্রতিফল দিতে পারতেন। যে ঈশ্বর কেবল কোমল, তাঁরও ক্রুশের প্রয়োজন হতো না। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারতেন। সেটিও হতো ঠিক ততটাই করুণ। কিন্তু ঈশ্বর দুটোই। তিনি দোষকে গুরুত্ব দেন। আর তিনি দোষী মানুষটিকে পুরোপুরি ভালোবাসেন। এমন ঈশ্বর এমন এক পথে চলেন, যেখানে দুটোই সত্য থাকে। এতে তিনি দোটানায় ছিন্নভিন্ন হন না। তিনি প্রেম, আর তিনি যা করেন, তা প্রেম। এ এমন এক প্রেম, যা ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র।

4. যিশাইয় ৪৩:২৪-২৫
5. রোমীয় ৩:২৫-২৬

ক্রুশই সেই পথ। আর তা তাঁর পথ। আমাদের নয়।

৪ রক্ত কেন?

ক্রুশ ছিল এক রক্তাক্ত ব্যাপার। আর রক্তের প্রশ্ন আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। যদিও তা অচেনা শোনায়। অন্তত আমাদের এই অঞ্চলে।

দৈনন্দিন জীবনে রক্তের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় কমই। কোথাও কেটে গেলে। ডাক্তারের কাছে, যখন রক্ত নেওয়া হয়। কিংবা রক্তদানের সময়। সেখানে আমরা এমন একটি কথা শিখি, যা অন্য সময় সহজেই ভুলে যাই: রক্ত প্রাণ বাঁচাতে পারে। একজনের রক্ত আরেকজনকে বাঁচিয়ে রাখে।

প্রথমবার উপাসনায় গিয়ে কেউ হয়তো যীশুর রক্ত নিয়ে একটি গান শোনে। আর অবাক হয়। কিংবা ঘৃণা বোধ করে। খ্রীষ্টধর্ম কেন রক্ত ছাড়া চলতে পারে না? ক্ষমার একটি কথা কেন যথেষ্ট নয়?

আবার আমাদের দিয়েই শুরু করি। একটি ছোট ছেলে রঙিন মার্কার কলম দিয়ে তার মায়ের সাদা টেবিলক্লথে ছবি আঁকে। মা ঘরে ঢুকে তা দেখেন। আর তিনি ছেলেকে ক্ষমা করেন। সঙ্গে সঙ্গে, কোনো ভর্ৎসনা ছাড়াই। কিন্তু টেবিলক্লথটি তবুও রঙিনই থাকে। ক্ষমা তাকে পরিষ্কার করে না। কাউকে তা ধুতে হয়। আর যে ধোয়, সে ছেলেটি নয়।

এটাই ক্ষমা আর শুচিকরণের পার্থক্য। ক্ষমা বলে: "আমি এটা তোমার বিরুদ্ধে ধরব না।" শুচিকরণ বলে: "এটা আর নেই।" আমাদের দুটোই দরকার। ২য় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, পাপ আমাদের ভেতরে বসে আছে, একটি রোগের মতো। তাই আমাদের শুধু এমন কাউকে দরকার নয়, যে বলে: "থাক, ভুলে যাও"। আমাদের দরকার এমন কাউকে, যে সারিয়ে তোলে।

আর ঈশ্বরের ক্ষেত্রে? যীশুর বহু আগেই তিনি তাঁর প্রজা ইস্রায়েলকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমন এক ভাষায়, যা আমাদের কাছে অচেনা। তখন সবাই তা বুঝত। এটি বলির ভাষা।

কোনো ইস্রায়েলীয় দোষ করে থাকলে একটি পশু নিয়ে পবিত্র স্থানে আসত – সেই জায়গায়, যেখানে ঈশ্বর বাস করতেন। লোকটি পশুটির মাথায় হাত রাখত। এর মানে ছিল: "এই পশু এখন আমার প্রতিনিধিত্ব করে।" তারপর পশুটিকে বধ করা হতো। যাজক সেই রক্ত নিয়ে বেদির কাছে আনতেন। রক্তই ছিল আসল বিষয়। হত্যা নয়। রক্ত।

কেন? কারণ বাইবেলে রক্ত জীবনের প্রতীক। মোশির ব্যবস্থায় ঈশ্বর বলেন:

> প্রাণ রক্তের মধ্যে থাকে, আর আমি তা বেদির উপরে তোমাদের দিয়েছি, যেন তা তোমাদের ঢেকে দেয়।[6]

6. লেবীয় পুস্তক ১৭:১১

এই বাক্যে অনেক কিছু আছে। ঈশ্বর রক্ত দেন। কোনো পাওনাদার যেমন নিজের টাকা আদায় করে, তিনি তেমনভাবে তা দাবি করেন না। তিনি তা দেন, যেমন একজন ডাক্তার ওষুধ দেয়। আর রক্তের কাজটির নাম: ঢেকে দেওয়া। তা দোষের উপর বিছিয়ে যায়। আর একই সঙ্গে তা দোষকে সরিয়ে নেয়।

এই অচেনা ভাষা কী বলে? তিনটি কথা:

দোষ গুরুতর বিষয়।

এর মূল্য একটি জীবন।

আর সেই জীবন দেন ঈশ্বর।

কিন্তু পশুগুলো ছিল কেবল একটি ছবি। একটি মেষ জানে না, কিসের জন্য মরছে। কিছুই নিজের উপর নিতে পারে না, কারণ কিছুই বোঝে না। বাইবেল নিজেই বলে, পশুর রক্ত কোনো দোষ দূর করতে পারে না।[7] এটি ছিল এক ধরনের শিক্ষা। এর মাধ্যমে ঈশ্বর আগেই জানিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি একদিন সত্যিই কী করবেন।

আর তারপর তিনি তা করলেন। কোনো পশু দিয়ে নয়। এমন একজন মানুষ দিয়ে, যিনি জানতেন, তিনি কী করছেন। যিনি তা চেয়েছিলেন। তিনি, যিনি ছিলেন ঈশ্বরের নিজের পুত্র। ঈশ্বর এখানে পরের রক্ত নিলেন না। তিনি নিজের রক্ত দিলেন।

তাই রক্ত। ঈশ্বর রক্ত দেখতে চান বলে নয়। বরং দোষের মূল্য একটি জীবন বলে। আর ঈশ্বর স্থির করেছেন বলে যে, সেই জীবন হবে তাঁর নিজের। এই কাজে পিতা ও পুত্র সম্পূর্ণ এক।

7. ইব্রীয় ১০:৪

৫ যীশু নিজে যা বলেছিলেন

আর যীশু নিজে? তিনি কি জানতেন, তাঁর সামনে কী আসছে?

কোনো মানুষ অল্প বয়সে মারা গেলে, যারা পেছনে রয়ে যায়, তারা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে: সে কি আগে থেকে টের পেয়েছিল? সে কি এমন কিছু বলেছিল, যা আমরা এখন বুঝতে পারছি? কখনো কখনো একটি চিঠি পাওয়া যায়। কিংবা এমন একটি কথা মনে পড়ে, যা তখন কেউ গায়ে মাখেনি।

যীশুর ক্ষেত্রে আরেকটি সন্দেহ সহজেই মনে আসে: তাঁর মৃত্যুর অর্থ নাকি পরে দেওয়া হয়েছে। একজন প্রচারক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। ক্ষমতাবানেরা তাঁকে পথ থেকে সরিয়ে দিল। আর তাঁর বন্ধুরা পরে সেই অর্থহীন মৃত্যুর মধ্যে একটা অর্থ খুঁজলেন। এমন ঘটে। শোকের সময় মানুষ এমন করে।

বিবরণগুলো অন্য কথা বলে। মৃত্যু আসার আগেই যীশু তাঁর মৃত্যু নিয়ে কথা বলেছিলেন। একাধিকবার। আর তিনি নিজেই এর ঠিক সেই মুক্তিদায়ী অর্থটি দিয়েছিলেন।

তিনবার তিনি তাঁর বন্ধুদের বললেন, তিনি যিরূশালেমে যাবেন আর সেখানে তাঁকে মরতে হবে। মরতেই হবে। তাঁরা তা শুনতে চাইলেন না। তাঁদের একজন, পিতর, তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। যীশু নিজের কথায় অটল রইলেন।

একবার তিনি নিজেকে ডাক্তার বলেছিলেন। লোকেরা তাঁকে দোষ দিচ্ছিল যে, তিনি ঘৃণিত কর-আদায়কারী ও বদনামের অন্য লোকদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসেন। তিনি উত্তর দিলেন:

সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে।[8]

তিনি জানতেন, কাদের কাছে তিনি এসেছেন। আর তিনি এ-ও বললেন, কেন এসেছেন:

কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।[9]

মনুষ্যপুত্র – যীশু নিজেকে এই নামে ডাকতেন। মুক্তির মূল্য – সেই অর্থ, যা দিয়ে একজন বন্দিকে মুক্ত করে আনা হয়। বন্দিত্ব থেকে, দাসত্ব থেকে। ঋণে ডুবে থাকা জীবন থেকে। যীশু বলেন: “আমার জীবনই সেই মূল্য। আর তোমরাই তারা, যারা মুক্ত হবে।”

শেষ সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খেলেন। এই পর্বে ইস্রায়েল আজও মিসর থেকে মুক্তির কথা স্মরণ করে। তিনি রুটি নিলেন, ভাঙলেন ও বললেন: “এ আমার দেহ,

8. মার্ক ২:১৭
9. মার্ক ১০:৪৫

তোমাদের জন্য।” তিনি দ্রাক্ষারসের পানপাত্রটি নিলেন ও বললেন: “এ আমার রক্ত, যা অনেকের জন্য, পাপের ক্ষমার জন্য ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।”[10]

তাঁরা তা বুঝলেন না। বুঝলেন পরে। কিন্তু ঘটনাটি ঘটার আগেই তিনি তা বলেছিলেন। তিনি জানতেন, তিনি মারা যাবেন। তিনি জানতেন, কাদের জন্য। আর তিনি জানতেন, কিসের জন্য।

তারপর এল জৈতুন পর্বতের পাদদেশে গেৎশিমানী বাগানের সেই রাত। সেখানে আমরা দেখি, এর জন্য তাঁকে কী মূল্য দিতে হয়েছিল। তিনি তাঁর তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে নিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, তাঁর প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখার্ত। তারপর তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করলেন:

পিতঃ, সকলই তোমার সাধ্য; আমার নিকট হইতে এই পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।[11]

পানপাত্র একটি পুরোনো ছবি। ইস্রায়েলের ভাববাদীদের কাছে পানপাত্র হলো তা, যা ঈশ্বর একজন মানুষকে পান করতে দেন। নিজের ভাগ। নিজের নিয়তি। কখনো তা আশীর্বাদ। কখনো তা সবচেয়ে কঠিন জিনিস, যা একজন মানুষের ভাগে পড়তে পারে। যীশু দেখলেন, তাঁর পানপাত্রে কী আছে। তিনি প্রার্থনা করলেন, যেন তা তাঁর কাছ থেকে সরে যায়। আর তারপর তিনি তা পান করলেন।

তাহলে তিনি হোঁচট খেয়ে মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে পড়েননি। কী আসছে, তিনি তা দেখেছিলেন। তিনি রেহাই পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আর তবুও তিনি এগিয়ে গেলেন। ৭ম অধ্যায়ে আমরা এ কথায় ফিরে আসব।

ক্রুশে, মৃত্যুর ঠিক আগে, তিনি আর একটি কথা বললেন। গ্রিক ভাষায় এটি একটিমাত্র শব্দ। বাংলা বাইবেলেও কথাটি তেমনই ছোট: ‘সমাপ্ত হইল’।[12] এর মানে এই নয়: সব শেষ হয়ে গেল। বরং: কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। দায়িত্ব পূর্ণ হয়েছে।

10. লূক ২২:১৯; মথি ২৬:২৮
11. মার্ক ১৪:৩৪-৩৬
12. যোহন ১৯:৩০

৬ তিনটি কঠিন বাক্য

এবার বিষয়টি কঠিন হয়ে উঠছে।

তিনটি বাক্য, যা আপনাকে ধীরে ধীরে পড়তে হবে।

আপনি এমন বাক্য চেনেন, যা দুবার পড়তে হয়। ডাক্তারের দেওয়া কোনো রিপোর্ট। সরকারি দপ্তরের কোনো চিঠি। আপনি সেগুলো পড়েন, সরিয়ে রাখেন, তারপর আবার পড়েন। কারণ এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

যীশুর মৃত্যু নিয়েও এমন বাক্য আছে। প্রথম খ্রীষ্টানরা অল্প কয়েকটি বাক্যে তাঁর মৃত্যুর সারকথা বলেছিলেন। এগুলোর মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে কঠিন। কঠিন, কারণ সেগুলো অনেক ভার বহন করে। আর কঠিন, কারণ সেগুলো সহজেই ভুল বোঝা যায়।

প্রথম বাক্য: শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন।[13]

ক্রুশ সম্পর্কে আমাদের কাছে যত বাক্য আছে, এটি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো। পৌল আনুমানিক ৫৫ খ্রীষ্টাব্দে করিন্থের খ্রীষ্টানদের কাছে এটি লেখেন। আর সঙ্গে তিনি বলেন, তিনি নিজেও এটি পেয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা তাঁর আগে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। তাহলে বাক্যটি ক্রুশের পরের প্রথম বছরগুলোর। কয়েক প্রজন্ম পরে কেউ এটি বানিয়ে নেয়নি।

আমাদের পাপের জন্য। তাঁর শত্রুদের কারণে নয়। আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে নয়। বরং: আমাদের পাপের জন্য। ২য় অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর সম্পর্ক সেটির সঙ্গে। আমাদের ভেতরে বসে থাকা রোগের সঙ্গে। যা আমরা আর শুধরে নিতে পারি না, তার সঙ্গে।

শাস্ত্রানুসারে। অর্থাৎ: ইস্রায়েলের বাইবেলে আগে থেকেই এ কথা লেখা ছিল। প্রথম খ্রীষ্টানরা ক্রুশকে নতুন করে আবিষ্কার করেননি। তাঁরা তা সেখানে আবার খুঁজে পেয়েছিলেন। সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এমন একটি গীতে, যা তখনই কয়েক শতাব্দী পুরোনো ছিল। এটি ঈশ্বরের এক দাসের কথা বলে, যাঁকে তুচ্ছ করা হয়, যিনি কষ্ট পান, যিনি মারা যান। আর এটি বলে:

তিনি আমাদের রোগ বহন করেছেন। আমাদের লঙ্ঘনের কারণে তিনি আহত হলেন। সদাপ্রভু আমাদের সকলের দোষ তাঁর উপরে এসে পড়তে দিলেন।[14]

এখানে যে শব্দটি আছে, তার অর্থ সত্যিই রোগ। এটি “পাপ-রোগ”। ভাববাদী এমন একজনকে দেখছেন, যিনি অন্যেরা যে রোগে ভুগছে, তা নিজের ভেতরে নিয়ে নেন। যেমন শিশুর বিছানার

13. ১ করিন্থীয় ১৫:৩
14. যিশাইয় ৫৩:৪-৬

পাশে সেই ডাক্তার।

ইস্রায়েলের বাইবেলের মুক্তির কাহিনিগুলো আগে থেকেই ক্রুশের দিকে ইঙ্গিত করে। সেখানে একটি জাতির ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, এখানে তা ঘটে সব মানুষের জন্য।

দ্বিতীয় বাক্য: যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।[15]

তিনটির মধ্যে এটিই সবচেয়ে কঠিন। আপনাকে এটি অংশে অংশে পড়তে হবে।

যিনি পাপ জানেন নাই: যীশুর নিজের কোনো দোষ ছিল না, আর তিনি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে হাত মেলাননি। পাপস্বরূপ করিলেন: ঈশ্বর তাঁকে সেই জায়গায় দাঁড় করালেন, যেখানে পাপের যাওয়ার কথা। আমরা যা, ঈশ্বর তাঁকে সেটির সঙ্গে এক করে দিলেন। এমন নয়: ঈশ্বর তাঁকে পাপী বানালেন। বরং: ঈশ্বর আমাদের ব্যাপারটি পুরোপুরি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। আর তারপর লক্ষ্য: যেন আমরা ... ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই। তাঁতে।

এখানে ধার্মিকতা মানে নিখুঁত হওয়া নয়। এর মানে: ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাওয়া। আবার তাঁর আপন হওয়া।

এ এক বিনিময়। তিনি পান আমাদেরটা। আমরা পাই তাঁরটা। কিন্তু এটি বাজারের বিনিময়ের মতো নয়, যেখানে দুজন অপরিচিত লোক কিছু একটা এদিক-ওদিক করে। এটি তাঁর মধ্যে ঘটা এক বিনিময়। আমাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে। আর তাঁর পুনরুত্থান-জীবনের মধ্যে।

পৌল একবার এক বন্ধুকে একটি ছোট চিঠি লেখেন। সেই বন্ধুর এক দাস পালিয়ে গিয়েছিল। তার নাম ওনীষিম। হয়তো সে কিছু নিয়েও গিয়েছিল। পৌল তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং তাকে ফেরত পাঠাচ্ছেন। আর তিনি লেখেন: "সে যদি তোমার কাছে কিছু ধারে, তবে তা আমার হিসাবে লিখে রাখো। আমি শোধ করব।"[16] এখানে কেউ শাস্তির কথা ভাবে না। একজন আরেকজনের দায় নিজের কাঁধে নেয়। বাইবেল যীশুর কথাও এভাবেই বলে।

তৃতীয় বাক্য: তিনি আমাদের "পাপভার তুলিয়া লইয়া" আপনি নিজে দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন।[17]

এই বাক্যটি আপনি ১ম অধ্যায় থেকেই চেনেন। এটি স্থানের নাম বলে। তাঁর দেহে। কাঠের উপরে, ক্রুশে। চিন্তায় নয়, স্বর্গের কোথাও নয়। একটি নির্দিষ্ট দিনে, একটি নির্দিষ্ট কাঠের খুঁটিতে, এমন এক দেহে, যা থেকে রক্ত ঝরতে পারত।

15. ২ করিন্থীয় ৫:২১
16. ফিলীমন ১:১৮-১৯
17. ১ পিতর ২:২৪

আর এটি কাজটির নাম বলে: বহন। এর সঙ্গে বলির ভাষা থেকে আরও একটি ছবি জড়িয়ে আছে। বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্তের দিনে (ইয়োম কিপ্পুর), যাজক একটি জীবন্ত ছাগের মাথায় দুই হাত রাখতেন। তিনি ছাগটির উপরে জাতির সমস্ত দোষ উচ্চারণ করতেন। তারপর ছাগটিকে মরুপ্রান্তরে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। সেটি দোষ বয়ে নিয়ে যেত। এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে তা আর ফিরে আসত না।[18]

ঠিক এই শব্দটিই তৃতীয় বাক্যেও আছে: বহন। বয়ে নিয়ে যাওয়া। যীশু সেই ছাগের মতো, যে দোষকে বাইরে বয়ে নিয়ে যায়। আর একই সঙ্গে তিনি সেই বলি, যাঁর রক্ত শুচি করে। দুটোই এক ব্যক্তির মধ্যে।

বাক্যটি আরও এগিয়ে যায়: "যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই"। সেখানে লেখা নেই: যেন আমরা একটু ভালো বোধ করি। সেখানে লেখা আছে: যেন আমরা অন্যভাবে বাঁচি। যীশুর মৃত্যু শুধু এমন কিছু নয়, যা আমাদের জন্য ঘটেছে। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের ভেতরেও কিছু ঘটার কথা।

আর তারপর আসে সেই বাক্য, যা আমরা আগেই চিনি: "তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ"। তাঁর মৃত্যুই আমাদের জীবন।

18. লেবীয় পুস্তক ১৬:২১-২২

৭ তাঁর মৃত্যু কীভাবে আমাদের উদ্ধার করে

এবার একটি উত্তর আসছে। অন্তত উত্তর দেওয়ার একটি চেষ্টা।

যে একজন মানুষকে হারিয়েছে, সে জিজ্ঞাসা করে: কেন? কেন সে? কেন এভাবে? বেশিরভাগ সময় কোনো উত্তর মেলে না। মৃত্যু অর্থহীনই থেকে যায়।

যীশুর ক্ষেত্রে আমরা অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করি। শুধু এটুকু নয়: তিনি কেন মারা গেলেন? বরং: তাঁর মৃত্যুতে কী ঘটল? এটাই ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় প্রশ্ন। আমি পাঁচটি ধাপে বিষয়টির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমত: তিনি তা নিজের উপর তুলে নিলেন।

যীশু কোনো দুর্ঘটনায় পড়েননি। তিনি নিজেই এর মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি জানতেন, যিরূশালেমে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করছে। আর তিনি সেখানে গেলেন। মৃত্যুর আগের রাতে তিনি প্রার্থনা করলেন, যেন তা তাঁর কাছ থেকে সরে যায়। তারপর তিনি বললেন: “আমি যা চাই, তা নয়, কিন্তু তুমি যা চাও।”[19]

তারপর যা এল, তা মানুষই করল। এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা। এমন এক রায়, যা শুরু থেকেই ঠিক করা ছিল। মারধর, বিদ্রূপ, তাঁকে হত্যা। আকাশ থেকে কোনো বজ্রপাত নয়। মানুষের হাত। তবুও বাইবেল বলে: ঠিক এটাই ছিল ঈশ্বরের পথ। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে সমর্পণ করলেন।[20] দুটোই সত্য। মানুষ তা করল। ঈশ্বর তা ঘটতে দিলেন, কারণ তিনি এমনটাই চেয়েছিলেন। কারণ এভাবেই সেই অকল্পনীয় অলৌকিক কাজ ঘটার কথা ছিল, যার কথা ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

যীশু সেখানে যা সহ্য করলেন, তা-ই ঘটে, যখন ঈশ্বরবিহীন এক জগৎ নিজের পথে চলে। বীজ অঙ্কুরিত হয়। মিথ্যা, অন্যায়, হিংসা, মৃত্যু। এটাই দোষ আর পাপের ফসল। তিনি সেই ফসল ঘরে তুললেন, নিজের দেহে। তাঁর নিজের ফসল নয়। আমাদের।

দ্বিতীয়ত: তিনি তা বহন করতে পারলেন, কারণ তা তাঁর নিজের ছিল না।

এখানে ১ম অধ্যায়ের ডাক্তারের ছবিটি সাহায্য করে। ডাক্তার কেন শিশুটির রোগ নিজের উপর নিতে পারল? কারণ ডাক্তারের নিজের সেই রোগ ছিল না। সে বাইরে থেকে সুস্থ অবস্থায় এসেছিল। যে ডাক্তার নিজেই দম আটকে মরছে, সে কোনো শিশুকে শ্বাস নিতে সাহায্য করতে পারে না।

19. মার্ক ১৪:৩৬
20. রোমীয় ৮:৩২; প্রেরিত ২:২৩

এখানেও তাই। যীশুর নিজের কোনো দোষ ছিল না। এমন কোনো কথা নেই, যা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। এমন কোনো দরজা নেই, যা তিনি সজোরে বন্ধ করেছেন। তাই তিনি আমাদের দোষ বহন করতে পারলেন। ধার্মিক জন অধার্মিকদের জন্য।[21] তিনি বহন করেন। তিনি আমাদের দোষ নিজের উপর নেন। তিনি পুরোপুরি পাপীদের পক্ষে গিয়ে দাঁড়ান। এটি ঘটে ক্রুশে। সেই ঘণ্টাগুলোতে এটি তাঁর উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

তৃতীয়ত: তিনি তা নিজের মৃত্যুর মধ্যে নিয়ে গেলেন।

কেন মৃত্যুই হতে হলো?

২য় অধ্যায়ের কথা মনে করুন। পাপ শুধু অন্যদের মধ্যে বা আমার বাইরে নয়। তা আমার ভেতরে বসে আছে। আমার জীবনে। পাপ – এই প্রাণঘাতী রোগ, যা একটি জীবনের মধ্যে বসে থাকে – এর অবসান ঘটে কেবল তখনই, যখন সেই জীবন শেষ হয়। তাই একটি বিলের মতো একে সহজে মাফ করে দেওয়া যায় না। একটি বিল ছিঁড়ে ফেলা যায়। একটি জীবন নয়।

যীশু আমাদের পাপকে নিজের জীবনে গ্রহণ করলেন। যেমন ডাক্তার শিশুর রোগকে গ্রহণ করেছিল। আর এই জীবনকে তিনি মৃত্যুর হাতে দিলেন। দোষ আর আমাদের রোগ তাঁর সঙ্গে সেখানে গেল, যেখানে তাদের যাওয়ার কথা। ঠিক যেমন ছাগটি পাপগুলোকে মরুপ্রান্তরে, মৃত্যুর দেশে বয়ে নিয়ে যেত। সেখানেই তা রয়ে গেছে।

বাইবেল এই কঠোর বাক্যে কথাটি বলে:

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাংসে পাপকে দোষী সাব্যস্ত করলেন (বিচার করলেন)।[22]

পুত্রকে নয়। পাপকে। যীশু পাপকে যেখানে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই পাপ নিজের রায় পেল। এটাই ৩য় অধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তর। ঈশ্বর চোখ ফিরিয়ে নেন না। তিনি পাপের বিচার করেন। আর তিনি পাপীকে উদ্ধার করেন। এভাবে আমাদের জন্য তাঁর মৃত্যু জীবনের দরজা হয়ে ওঠে।

আর রক্ত? বাইবেলে রক্ত সেই জীবনের প্রতীক, যা দিয়ে দেওয়া হয়। নিষ্ঠুরতার প্রতীক নয়। রক্ত বলে: "আমি তোমাদের জন্য আমার প্রাণ দিচ্ছি।"

পাপের বেতন ও পরিণতি মৃত্যু। জীবনের আদিকর্তা আমাদের পরিবর্তে মারা যান, যেন আমাদের স্থায়ী, অনন্ত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেন।

চতুর্থত: মৃত্যু তাঁকে ধরে রাখতে পারল না।

এখানে ডাক্তারের ছবিটি শেষ হয়। ডাক্তার রোগে মারা গিয়েছিল, আর সেখানেই সব থেমে গিয়েছিল। যীশুর ক্ষেত্রে সেখানে থেমে থাকেনি। তিনি নিজে ছিলেন সম্পূর্ণ উত্তম ও ধার্মিক। যে মৃত্যুতে অন্যদের পাপের অবসান হয়, তাঁকে ধরে রাখার কোনো অধিকার বা কারণ সেই মৃত্যুর নেই।

21. ১ পিতর ৩:১৮
22. রোমীয় ৮:৩

তিন দিন পরে কবর ছিল শূন্য। এটি না থাকলে বাকি সবকিছু হতো কেবল একটি সুন্দর উদাহরণ। এটি থাকায় তা এক পরিত্রাণ। পরের অধ্যায় এ নিয়েই।

পঞ্চমত: তাঁর মৃত্যু আমাদের মৃত্যু বলে গণ্য হয়।

এবার সেই ধাপ, যা বিষয়টিকে আমার নিজের বিষয় করে তোলে। বাইবেল শুধু এ কথা বলে না: তিনি আমাদের জন্য মারা গেলেন। বাইবেল বলে: আমরা তাঁর সঙ্গে মারা গেছি।[23] এটি কোনো ধার্মিক বুলি নয়। এর মানে: তাঁর মৃত্যুতে যা শেষ হলো, তা আমার রুগ্ন, পাপময় সত্তা। আমি তখন যে মানুষ ছিলাম, সে সেখানে ক্রুশে মারা গেছে আর তাঁর সঙ্গে কবরে শোয়ানো হয়েছে। আর তাঁর কবর থেকে যা বেরিয়ে এল, তা আমার যা হয়ে ওঠার কথা, তার সূচনা। পুরোনো বিষয়গুলো অতীত হয়েছে, নতুন কিছু হয়ে উঠেছে।[24]

তাই এই মৃত্যুর সঙ্গে একটি ছোট শব্দ জড়িয়ে আছে, যা বাদ দেওয়া চলে না: "সঙ্গে"। শুধু আমাদের জন্য নয়। তাঁর সঙ্গে। যে তাঁকে আঁকড়ে ধরে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। ভেতরে, তাঁর মৃত্যুর মধ্যে, যেখানে দোষ ও পাপ রয়ে যায়। আর বাইরে, তাঁর জীবনের মধ্যে, যেখানে তা আর নেই।

২০০০ বছর আগের একটি ঘটনার মধ্যে এই সংযোগ কীভাবে ঘটতে পারে, তা আমি বলতে পারি না। এখানেও একই কথা: এটি ঈশ্বরের পথ ও সমাধান।

এর অর্থ কী।

যা আপনি আর শুধরে নিতে পারেন না, তার কথা ভাবুন। আমি আপনাকে তা মনে করিয়ে দিচ্ছি না, যেন আপনার খারাপ লাগে। যা ঘটেছে, তা না-ঘটা হয়ে যায়নি। কেউ সে দাবি করে না। কিন্তু তা বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন একজনের দ্বারা, যিনি তা বহন করতে পারতেন। এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে তা আর কখনো ফিরে আসে না।

আর আপনি?

আপনি আর সেই মানুষ নন, যার ভেতরে তা বসে আছে। আপনি তাঁর সঙ্গে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পার হয়েছেন। এটি কোনো অনুভূতি নয়। এটি একটি সত্য ঘটনা, যা ঈশ্বর স্থির করলেন। ঈশ্বরের এই সত্যের উপর আপনি দাঁড়াতে পারেন।

এমন কিছু কি বাকি থাকে, যা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না? হ্যাঁ। একটি জীবন কীভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্য জীবনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, তা এক রহস্যই থেকে যায়। যীশুর অন্তরের গভীরে এর অর্থ কী ছিল, তাও। কিন্তু এটি এমন এক রহস্য, যার একটি তারিখ আছে, একটি স্থান আছে আর আছে একটি শূন্য কবর।

23. রোমীয় ৬:৪; ২ করিন্থীয় ৫:১৪
24. ২ করিন্থীয় ৫:১৭

এই জায়গায় আমি শুধু বলতে পারি: ধন্যবাদ, যীশু, ধন্যবাদ!

৮ ইস্টার কেন এর অংশ

শুক্রবার তিনি মারা গেলেন।

রবিবার কবর ছিল শূন্য।

যে কখনো কোনো কবরের পাশে দাঁড়িয়েছে, সে এই অনুভূতি চেনে। এখানে কিছু একটা শেষ হয়ে গেছে। চিরদিনের জন্য। ফুল আনা যায়, মোমবাতি জ্বালানো যায়। কিন্তু শেষ কথা বলে মৃত্যু। অন্তত তেমনই মনে হয়।

কল্পনা করুন, যীশুর কাহিনি যদি শুক্রবারেই শেষ হয়ে যেত। একজন ভালো মানুষ, যাঁকে হত্যা করা হলো। তাঁর বন্ধুরা লুকিয়ে আছেন, এই ভয়ে যে, এরপর তাঁদের পালা। তাঁর কবর একটি ভারী পাথরে বন্ধ, পাহারায় ঘেরা।

তাহলে আমাদের হাতে থাকত একটি হৃদয়স্পর্শী উদাহরণ। এমন একজন, যিনি নিজের বিশ্বাসের জন্য মারা গেলেন। এমন একজন, যিনি ক্রুশে থেকেও তাঁর ঘাতকদের জন্য প্রার্থনা করলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করা যেত। তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কেউ পরিত্রাণ পেত না। তিনি হতেন ১ম অধ্যায়ের সেই ডাক্তারের মতো: রোগটি তিনি নিজের মধ্যে নিয়েছিলেন, আর সেই রোগ তাঁকে মেরে ফেলল।

পৌল সোজাসুজি বলেন:

> খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, ... এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ।[25]

এখনও আপন আপন পাপে। তাহলে কবর সেই জায়গা হতো না, যেখানে দোষ রয়ে গেছে। তা হতো কেবল সেই জায়গা, যেখানে তিনিও রয়ে গেছেন। তাহলে এই বইয়ে যা কিছু লেখা আছে, সবই অর্থহীন হয়ে যেত।

প্রথম খ্রীষ্টানরা এক অভাবনীয় দাবি করেন। তিনি নাকি মৃত থেকে যাননি। তৃতীয় দিনে কবর নাকি শূন্য ছিল। কয়েকজন নারী ভোরবেলা কবরটিকে এমন অবস্থায় পেয়েছিলেন। আর তিনি নাকি তাঁর বন্ধুদের দেখা দিয়েছিলেন। ভূত হিসেবে নয়। এমন একজন হিসেবে, যিনি তাঁদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন আর যাঁর ক্ষত ছুঁয়ে দেখা যায়।

যদি এ কথা সত্য হয়, তবে? তাহলে আমাদের প্রশ্নের জন্য এর অন্তত তিনটি অর্থ দাঁড়ায়।

প্রথমত: ঈশ্বর "হ্যাঁ" বলেছেন। শুক্রবার যা ঘটেছিল, তাতে "হ্যাঁ"। ঈশ্বর যদি তাঁকে উত্থাপন করে থাকেন, তবে তাঁর মৃত্যু এমন কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, যা ঈশ্বর পরে মেরামত করেছেন। তাহলে পুরো

25. ১ করিন্থীয় ১৫:১৭

ঘটনাটিই ছিল সেই পথ, আর ঈশ্বর সেই পথকে অনুমোদন করেছেন। একটি পুরোনো বাক্য এক নিঃশ্বাসে দুটো কথাই বলে: আমাদের অপরাধের জন্য তাঁকে সমর্পণ করা হলো, আর তাঁকে উত্থাপন করা হলো, যেন আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক হয়ে দাঁড়াতে পারি।[26] মৃত্যু দোষকে সরিয়ে নেয়। পুনরুত্থান বলে: এটি চিরকালের জন্য বৈধ।

দ্বিতীয়ত: দোষ কবরে রয়ে গেছে। তিনি নন। এটাই চিহ্ন যে, দোষ আর নেই। কিছু যদি এখনও বাকি থাকত, তবে মৃত্যু তাঁকে রেখে দেওয়ার অধিকার পেত।

ছোট একটি ব্যাখ্যা: "দোষ কবরে রয়ে গেছে" একটি ছবি। এর মানে: দোষের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তা আর নেই।

তৃতীয়ত: তিনি জীবিত। যিনি আমাদের জন্য মারা গেলেন, তিনি অতীতের বিষয় নন। তিনি আছেন। আজ। চিরকাল। তিনি একটি মানবীয়, অমর পুনরুত্থান-দেহ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে গেছেন। সেখান থেকে তিনি আবার আসবেন।

ভালো কথা, ডিফথেরিয়ার কাহিনি এখানেই শেষ হয়নি। ১৯শ শতাব্দীর শেষে এর একটি ওষুধ পাওয়া গেল। তা তৈরি করা হতো ঘোড়ার রক্ত থেকে। ঘোড়াগুলোকে এই রোগের বিষ দেওয়া হয়েছিল, প্রথমে অল্প, তারপর আরও বেশি। ঘোড়াগুলো সেই বিষকে পরাজিত করেছিল। আর এখন তাদের রক্তে ছিল সেই জিনিস, যা শিশুদের বাঁচাল। এভাবে হাজার হাজার শিশু বেঁচে গেল।

প্রতিটি ছবিরই কোথাও না কোথাও ঘাটতি থাকে, এটিরও। কিন্তু এটি কিছু একটা দেখায়। রোগের মধ্য দিয়ে গিয়ে যে রোগকে পরাজিত করেছে, এমন একজনের জীবন অন্যদের সারিয়ে তুলতে পারে। যীশু জগতের রোগ নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন আর মৃত্যুকে পরাজিত করলেন। তাঁর জীবন এখন আমাদের জন্য। বাইবেল বলে:

> ... তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব।[27]

মন্দ এখনও আছে। রোগও আছে, আর মৃত্যুও। কিন্তু ওষুধ পাওয়া গেছে। তাদের অবসান নিশ্চিত।

26. রোমীয় ৪:২৫
27. রোমীয় ৫:১০

৯ সুখবর

আর আমি?

এতে আমার কী লাভ?

আপনি এই বই এতদূর পর্যন্ত পড়েছেন। হয়তো কৌতূহল নিয়ে। হয়তো সন্দেহ নিয়ে। হয়তো দুটো নিয়েই। এটাই ১ম অধ্যায়ের শেষ প্রশ্ন: তা কীভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছায়? একজন মানুষ দুই হাজার বছর আগে মারা গেলেন ও পুনরুত্থিত হলেন। এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

কিছুই না, যতক্ষণ আমি শুধু দর্শক হয়ে থাকি। সবকিছু, যখনই আমি নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দিই।

এমন একজন মানুষের কথা কল্পনা করুন, যে গুরুতর অসুস্থ আর একই সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে আছে। তার দুটি জিনিসের অভাব: খালাস আর সুস্থতা। তাকে খালাস দেওয়া যায়, তবুও সে অসুস্থ থেকে যায়। তাকে সুস্থ করা যায়, তবুও সে অভিযুক্ত থেকে যায়। তার দুটোই দরকার।

আমাদের অবস্থাও এমনই। ২য় অধ্যায়ে আমরা তা দেখেছি। আমাদের ক্ষমা দরকার। আর আমাদের ভেতরে বসে থাকা রোগের অবসান দরকার। ক্রুশ – বা আরও ঠিকভাবে বললে: ক্রুশবিদ্ধ জন – দুটোই দান করেন। কিন্তু কোনো যন্ত্রের মতো নয়, যার মধ্যে কেউ একটি মুদ্রা ফেলে। তিনি তা দেন এমন এক ডাক্তারের মতো, যিনি রোগীর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান। এর জন্য সাক্ষাৎ প্রয়োজন।

রোগীকে কী করতে হয়? ১ম অধ্যায়ের শিশুটির কথা ভাবুন। শিশুটি কিছুই করতে পারত না, শুধু চুপচাপ থেকে ডাক্তারকে কাজ করতে দেওয়া ছাড়া। ডাক্তার কী করছে, তা শিশুটির বোঝার দরকার ছিল না। শুধু ডাক্তারকে করতে দিতে হতো।

বাইবেলে এর জন্য একটি শব্দ আছে: বিশ্বাস করা। শব্দটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ। অনেকে এতে শোনে: যা প্রমাণ করা যায় না, তাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু এর অর্থ অন্য কিছু। বিশ্বাস করা মানে: তাঁর উপর নির্ভর করা। এমন একজনের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া, যিনি সাহায্য করতে পারেন। আপনাকে সবকিছু বুঝতে হবে না। শুধু, আর সবার আগে, এটুকু: তিনিই ক্ষমা করেন, সারিয়ে তোলেন ও উদ্ধার করেন। আপনাকে তাঁকে নিজের কাছে আসতে দিতে হবে। তাঁর জন্য নিজেকে খুলে দিতে হবে, তাঁকে ভেতরে আসতে দিতে হবে।

আর তখন কী ঘটে? একটি বাক্য তা এভাবে বলে:

বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের যখন ধার্মিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি আছে।[28]

ধার্মিক বলে ঘোষণা – এটাই খালাস। আর শান্তি। এমন কোনো যুদ্ধবিরতি নয়, যেখানে প্রত্যেকে অপেক্ষা করে, অন্যজন আবার শুরু করে কি না। শান্তি। বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। আমি নিষ্পত্তি করেছি বলে নয়। বরং তিনি তা নিজের দেহে কাঠের উপরে বহন করেছেন বলে।

এর সঙ্গে তিনটি বিষয় জড়িত। এটি কোনো চাপ নয়। এটি একটি আমন্ত্রণ।

ফিরে আসা। এর মানে এই নয়: আগে ভালো হয়ে ওঠা, তারপর আসা। এর মানে: দিক বদলানো। নিজেকে নিজে সারিয়ে তোলার চেষ্টা বন্ধ করা। স্বীকার করা যে, তা সম্ভব নয়। ফিরে আসা হলো তা-ই, পুরোনো ভাষায় যাকে মন ফেরানো বলা হয়।

বাপ্তিস্ম নেওয়া। বাপ্তিস্ম এমন একটি চিহ্ন, যা গোটা দেহ দিয়ে ঘটে। মানুষকে জলে ডোবানো হয়, আর মানুষটি আবার উঠে আসে। বাইবেল বলে: আমরা তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছি।[29] আমি তখন যে মানুষ ছিলাম, সেই মানুষটিকে সেখানে শোয়ানো হয়, যেখানে দোষ রয়ে গেছে। আর যে উঠে আসে, সেই মানুষটি তাঁর আপন, যিনি জীবিত। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে কেউ প্রকাশ্যে এক নতুন প্রভুকে স্বীকার করে – রাজা যীশুকে।

অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কেউ এই পথে একা চলে না। যীশুর আপন যে কেউ আরও অনেকের সঙ্গে এক সহভাগিতার অংশ। আপনার অন্যদের দরকার। আর অন্যদেরও আপনাকে দরকার।

আর এখন শেষ। এটি কোনো শেষ নয়, এটি একটি শুরু। যে বাক্য দিয়ে সবকিছু শুরু হয়েছিল, তা ছিল: তিনি আমাদের জন্য মারা গেছেন। এখন আপনি জানেন, খ্রীষ্টানরা এ কথা দিয়ে কী বোঝান। তিনি আমাদের দোষ নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন, কারণ তা তাঁর নিজের ছিল না। তিনি তা নিজের দেহে তাঁর মৃত্যুর মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলেন। আমাদের তাঁর সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁর সঙ্গে বাইরে বের করে আনা হলো। আর তিনি জীবিত।

এমন কিছু বিষয় আছে, যা আপনি আর শুধরে নিতে পারেন না। তা সত্যই থাকে। কিন্তু এমন একজন আছেন, যিনি সেগুলো বহন করেছেন। এটাই সুখবর। বাইবেল একে বলে সুসমাচার। আমি বিশ্বাস করি: এটি সত্য। আর এটি আপনার জন্য।

28. রোমীয় ৫:১
29. রোমীয় ৬:৪



একজন মানুষকে হত্যা করা হয়, দুই হাজার বছর আগে। পরে তাঁর বন্ধুরা বলেন: “এটা ছিল আমাদের জন্য।”

এর মানে কী? একজন কি অন্যদের জন্য মরতে পারে? আর এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

এই বই প্রশ্নটির শেষ পর্যন্ত যায়। এটি বলে, আমাদের মধ্যে কী ঠিক নেই, ঈশ্বর আসলে কেমন, আর কেন একটি মৃত্যু কিছু বদলে দিতে পারে।

ক্রুশ একটি চিহ্নের চেয়েও বেশি। এটি অনন্ত জীবনে যাওয়ার উদ্ধারের পথ।

তাঁদের সবার জন্য, যাঁরা সত্যিই জানতে চান।